প্রফেসর ড. এম. আবদুল কাদির ভুঁইয়া

ইরানী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে

করে বাংলাদেশের সঙ্গে ইরানের ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক জোরদার করে কিভাবে দক্ষিণের দেশ অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এই দু'টি দেশ শিক্ষা-গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে উভয়ই উপকৃত হতে পারে সেই দিকগুলো চিহ্নিত করা। এককথায় বলতে গেলে পরস্পরকে জানা।

তেহরানে পৌঁছে আমরা ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর কালচারাল রিলেশনস-এর প্রধান প্রফেসর আব্বাস নকবীসহ পর্যায়ক্রমে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, ডীন ও অধ্যাপকবৃন্দের সাথে আলোচনা করি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয়, আল্লামা সাদী বিশ্ববিদ্যালয়, মাশাদ ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয়, ইমাম রাজাভি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উর্ধতন কর্মকর্তা এবং শিক্ষক-পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে আমাদের আলোচনা হয়। এ সময় আমরা বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করি। যার মূল বিষয় হলো এ রকম যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষ করে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিনিধিত্ব আমরা করছি, সেখানে ফার্সী ভাষা চালু করা। এ বিষয়ে ইরান আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করবে। ইরানোলজী বা ইরান স্টাডিজ-এর বিষয়েও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে আমরা ইরানী কর্তৃপক্ষকেও অনুরোধ করি সেদেশে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য। এর মধ্যে বিশেষ করে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বাস দেন যে, তারা তাদের ভাষা কেন্দ্রে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন।

আমাদের এ সফরকালে যে সদিচ্ছা ইরানী শিক্ষক, গবেষকদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি বা যে সম্ভাবনা আমরা দেখেছি- তাতে আমাদের প্রত্যাশা ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরও প্রসারিত ও জোরদার হবে। যেমন বলতে পারি আমাদের কিছু গবেষণা পত্রিকা তাদেরকে দিয়েছি। তাদের গবেষণা পত্রিকাগুলোর অধিকাংশ যদিও ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত হয়, তবে Abstract ইংরেজী ভাষায় থাকে। ফলে এই জার্নাল বা রিসার্স পাবলিকেশনসগুলো আমরা আদান-প্রদান করতে পারি। এছাড়া বই-পুস্তক, গবেষণালব্ধ তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েও এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা যেতে পারে। যাতে উভয়ে উভয়েরই অভিজ্ঞতার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব। এছাড়া শিক্ষক-ছাত্র বিনিময়ও হতে পারে।

এই সম্পর্ক জোরদার করার জন্য এখন যে সম্পর্কটি আছে সেটি আমার প্রকাশ সঠিক হবে কিনা জানি না। তবে আমার মনে হয়েছে যে, এটা অপ্রাতিষ্ঠানিক বা Un-Institutional। এটাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের এই সফরে সরকার যে অনুমতি দিয়েছে সেখানেই উল্লেখ আছে যে, এ বিষয়ে আমরা সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবো। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল আছে সেখানে নিয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য কোন কমিটি আকারে হোক বা অন্য যে কোনভাবেই হোক অর্থাৎ এটা যেন ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফার্সী ভাষা কেবলমাত্র দু'দেশের মানুষের মধ্যে সেতু বন্ধনের জন্য প্রয়োজন তা নয়। আমাদের অতীতে ইতিহাস যদি আমরা জানতে চাই, যেমন মোগল এবং ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে বেশ কিছুকাল, কয়েকশ' বছর ধরে ফার্সী ভাষা রাষ্ট্রভাষা বা রাজভাষা ছিল। কাজেই আমাদের অতীত ইতিহাস জানার জন্যই, আমাদের প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ যেগুলো আছে, ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট যেগুলো আছে, তা উদ্ধার করার জন্যও ফার্সী কিন্তু একটা অপরিহার্য ভাষা। এজন্য আমরা মনে করি বাংলাদেশের ইতিহাস, বাংলাদেশের সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য ফার্সী শিক্ষা দরকার। আমরা যেটা করতে যাচ্ছি ফার্সী ভাষার কোর্স চালু করে এটার যাত্রা শুরু করা মাত্র। এটাকে কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি আমাদের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও আমরা নিয়ে যাই তাহলে আমরা অধিক উপকৃত হবো বলে আমার বিশ্বাস। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে পন্ডিত ব্যক্তিদের মতে বাংলা ভাষার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দমালা ফার্সী ভাষা থেকে উদ্ভূত।

ইরানে সফরকালে আমরা বেশ কিছু প্রস্তাব বিনিময় করি। বিশেষ করে ইরানে যেসমস্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমনকি যে অর্গানাইজেশন আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমরা বিনীতভাবে তাদেরকে বাংলা ভাষা চালু করার অনুরোধ জানাই। এক্ষেত্রে আমরা আশাব্যঞ্জক সাড়াও পেয়েছি। তেহরান রেডিও নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। ভবিষ্যতে তারা এর প্রচারসীমা আরও বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করছে। এর আগে আমি উল্লেখ করেছি যে, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় যেটা ইরানের মধ্যে প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে বিদেশী ভাষাগুলোর মধ্যে তারা বাংলাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক অন্তর্ভুক্ত করবে।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমার নিজের বা আমার মত অনেকেরই অনেকটা অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি ঐসব পাশ্চাত্যের কোন কোন মহলের প্রচারণাও এজন্য দায়ী। ইরানে যে ইসলামী বিপ্লব হয়েছে তাতে অবাক হওয়ার বিষয় যে, সেখানে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে সেদেশের মহিলারা। ইরানে এখন কর্মক্ষেত্র তথা শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আমরা লক্ষ্য করেছি। সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিশ্বাসী দেশ হিসেবে ইরান আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে।

এশিয়া অঞ্চলে এবং বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতি, সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে ইরান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমার ধারণা। কারণ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল বা মধ্য এশিয়া অঞ্চলে ইরান একটি বৃহৎ দেশ। বৃহৎ কেবল আয়তনের দিক থেকে নয়, সম্পদেও ইরান যথেষ্ট একটি শক্তিশালী দেশ। ইরানের সম্পদ এবং সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে তার যে ভৌগোলিক অবস্থান সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ইরান ঐ অঞ্চলে এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সাধনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় তা হচ্ছে ইরানে আমাদের সফরকালে সর্বক্ষেত্রে ইরানে মহিলাদের বিচরণ এবং তাদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ আমরা লক্ষ্য করেছি। একটি পরিসংখ্যান দিলে ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মাশাদ ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা শতকরা ৬৫ ভাগ এবং ছাত্র সংখ্যা ৩৫ ভাগ। শিক্ষক এবং কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও মহিলাদের উপস্থিতি অনুরূপভাবে বেশী। তাছাড়া আমরা যেখানেই গিয়েছি বিশেষ করে শহর বা শহরের বাইরে যানবাহন চালনা থেকে বিভিন্ন কাজে মহিলাদের উপস্থিতি দেখেছি। এ ছাড়া ইরানের সংস্কৃতির দিকের কথা যদি আমরা বলতে চাই তা হলে দেখা যাবে যে, ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রেখে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির প্রয়োগ যে সম্ভব সেটা ইরান সফরের অভিজ্ঞতায় আমাদের কাছে মূর্ত হয়েছে। এ থেকেও আমরা একটা মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে অনেক কিছু শিখতে পারি। আর ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মহিলাদের পর্দা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা সেটিও আমি মনে করি যে, পরিবর্তন হওয়া দরকার। কারণ ইরানী মহিলারা পর্দা বজায় রেখেই কিন্তু ঘরে-বাইরে সমস্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় আমার কাছে অন্তত যেটি মনে হয়েছে- সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ অনেক বেশী। এমনকি ধর্মীয় স্থানগুলো - মাজার বা দর্শনীয় স্থান যেখানে আয় অনেক বেশী সেগুলো তারা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করছে। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইমাম রেজা রহমাতুল্লাহের মাজার সংলগ্ন যে লাইব্রেরী আছে সেটি যে এত বড়, এত আধুনিক যা আমার জানা মতে উন্নয়নশীল দেশে খুব কমই আছে। ইন্টারনেটে সুবিধাসহ সেখানে একটি অত্যাধুনিক ও বৃহৎ লাইব্রেরী আছে। শুধু তাই নয়, সেখানে ছাত্র-গবেষকদের থাকার ব্যবস্থা, এমনকি খাবার ব্যবস্থাও ঐ মাজার শরীফের আয় থেকে করা হয়ে থাকে।

ইরানে আমাদের সফর ছিল সংক্ষিপ্ত, মাত্র ৫ দিনের। গোটা ইরান সম্পর্কে দেখা এবং জানা এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। তবে আমরা স্বচক্ষে দেখে এবং জেনে যদ্দুর ধারণা লাভ করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের মেধা বা অর্জন একেবারে কম নয়। কিন্তু প্রচারের অভাবে বা নিজেদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য এক্সপোজারের অভাবে কেবল ইরানই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আমাদের সম্পর্কে খুব কম জানে। যেমন-ইরানে যে সমস্ত মহলে আমাদের আলোচনা হয় সেখানে লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের শিক্ষা-গবেষণার বিভিন্ন দিকে তাদের আগ্রহ রয়েছে। আমরা যদি উভয় দেশ সম্পর্কে, পরস্পর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারি তবে সম্ভাবনার বিভিন্ন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ প্রেক্ষিতে আমি কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই : (১) ইরান-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদার ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত প্রসারে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরী করতে হবে। (২) কূটনৈতিক যোগাযোগ জোরদারের সাথে সাথে শিক্ষা-সংস্কৃতি, গবেষণা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বাণিজ্য, কৃষি, মৎস্য চাষসহ নানা ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দিক বতিয়ে দেখতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যৌথ স্টাডি টীম গঠন করা যেতে পারে। (৩) দু'দেশের শিক্ষক-গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী সফর বিনিময় করা যেতে পারে। (৪) দু'দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বন্ধন জোরদার করতে ইলেকট্রোনিক ও মুদ্রিত মাধ্যমে প্রচার, প্রকাশনা ও অনুবাদভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ জোরদার করতে হবে।

ইরান সফরের মাধ্যমে যে ধারণা আমার হয়েছে তাতে আমি বিশ্বাস করি, দু'দেশের মধ্যকার সহযোগিতা ভবিষ্যতে জোরদার হবে এবং উভয় দেশের ভ্রাতৃত্বপ্রতিম জনগণ বিশ্বশান্তি, স্থিতিশীলতা, দারিদ্র্য মোচন ও অগ্রগতি লাভে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

[লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়]

● ● ●

এশিয়া অঞ্চলে এবং বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে ইরান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমার ধারণা। কারণ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল বা মধ্য এশিয়া অঞ্চলে ইরান একটি বৃহৎ দেশ। বৃহৎ কেবল আয়তনের দিক থেকে নয়, সম্পদেও ইরান যথেষ্ট একটি শক্তিশালী দেশ। ইরানের সম্পদ এবং সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে তার যে ভৌগোলিক অবস্থান সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ইরান ঐ অঞ্চলে এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সাধনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

● ● ●